দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

হোসেনপুর থানার প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ হোসেনপুর থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকির অভাব, স্থানীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে গাফি-

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

হোসেনপুর

(৩য় পৃঃ পর)

লতি এবং শূন্য পদসমূহ পূরণ না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া জানা গিয়াছে। হোসেনপুর থানা শিক্ষা অফিসে দুইদিন গিয়াও থানার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। 'অমুক' নাই 'তমুক' নাই বলিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস কক্ষেও প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কোন 'চার্ট' টাঙ্গানো নাই। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, হোসেনপুর থানায় ৫৪টি সরকারী, ৩৬টি রেজিষ্ট্রার্ড ও ১৫টি আনরেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ২১৮ জন এবং বেসরকারী প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪ জন করিয়া শিক্ষক কর্মরত রহিয়াছে। সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষকের ৫টি পদ শূন্য রহিয়াছে। রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে মাত্র ১৭টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাসিক পাঁচশত টাকা হারে সরকারী অনুদান পাইতেছে। বাকী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সরকারী অনুদান ও বিদ্যালয় সরকারীকরণের আশায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া যাইতেছে। গত আগষ্ট মাস হইতে থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি খালি রহিয়াছে। ৪ জন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদের মধ্যে ২টিই শূন্য। ফলে বিদ্যালয় পরিদর্শনসহ শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী তদারকি ও অফিসের কাজ-কর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে জানা যায়, গত শিক্ষাবর্ষে হোসেনপুর থানায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার ৩০৭ জন। বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিল ২৩ হাজার জন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা সত্ত্বেও বাকী ৩ হাজার ৩০৭ জন শিশু বিভিন্ন কারণে শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত হয়। অনেক ছাত্র-ছাত্রীও শিক্ষা বর্ষ শেষ হওয়ার আগেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। শিক্ষা বিভাগ ইহার কারণসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য, অভিভাবকদের অসচেতনতা, অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশের অভাব প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছে। শিক্ষকদের শিক্ষাদানে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাবের কারণেও প্রাথমিক শিক্ষার মান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এক তথ্যে জানা যায়, থানায় কর্মরত শিক্ষকদের শতকরা ৯০ ভাগই হইতেছে স্থানীয়। তদবিরের জোরে অথবা কর্মকর্তাদের সহিত 'সুসম্পর্ক' স্থাপন করিয়া অধিকাংশ শিক্ষকই 'বাড়ীর কাছে' 'পোষ্টিং' নিয়াছে। ফলে অধিকাংশ শিক্ষককেই শিক্ষকতার চাইতে ব্যক্তিগত কাজ-কর্মেই বেশী ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই টুল, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, ডাষ্টার প্রভৃতি সঙ্কটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইতেছে।